দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 APR 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

বেসরকারী শিক্ষক ধর্মঘটের ষষ্ঠ দিনে নতুন কর্মসূচী ঘোষণা

আজ ঢাকায় শহীদ মিনারে ও সকল জেলা সদরে সমাবেশ বিক্ষোভ

।। নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। বেসরকারী হাইস্কুল ও কলেজের শিক্ষক–কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘটের গতকাল শনিবার ৬ষ্ঠ দিন অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষক–কর্মচারীরা তাদের দাবি–দাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সংকল্প প্রকাশ করে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন।

গতকাল শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির এক সভায় এ ঘোষণা দেয়া হয়। এ কর্মসূচী অনুযায়ী আজ রোববার সারাদেশে জেলা সদরগুলোতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করবে। এর অংশ হিসেবে আজ সকাল ১০টায় ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক–কর্মচারী সমাবেশ ও সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হবে। আগামী ২৮শে এপ্রিল প্রতিটি থানায় শিক্ষকদের সমাবেশ ও থানা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস ঘেরাও এবং ৩০শে এপ্রিল জেলা সদরে শিক্ষক সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও ডিসি'র অফিস ঘেরাও–এর কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। নিউ মডেল হাইস্কুলে গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত এ সভার এক প্রস্তাবে বেসরকারী শিক্ষকদের অতিরিক্ত শতকরা ৩০ ভাগ বেতন–ভাতা দিতে তিন হাজার কোটি টাকা লাগবে বলে শিক্ষামন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন তার নিন্দা জানানো হয়। সভায় বলা হয়, শিক্ষকদের শতকরা ৭০ ভাগ বেতন–ভাতা দিতে যেখানে মাত্র ৫শ' ২৬ কোটি টাকা লাগে সেখানে শতকরা ৩০ ভাগের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকা লাগার শিক্ষামন্ত্রীর হিসেব হাস্যকর। প্রকৃতপক্ষে এর জন্যে অতিরিক্ত ১শ' ৭৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা লাগবে। দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই শিক্ষামন্ত্রী এ ধরনের মন্তব্য করেছেন বলে সভায় উল্লেখ করা হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়, দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের ৫টি সংগঠনের মধ্যে ৪টিই লিয়াজোঁ কমিটির অন্তর্ভুক্ত। তাই এসএসসি পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত নেই তারাই ধর্মঘট করছেন বলে যারা বিবৃতি শিক্ষক ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৬

শিক্ষক ঃ আজ জেলা সদরে সমাবেশ

(১মপৃষ্ঠার পর) *দিয়েছেন তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।*

লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক মোঃ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শেখ আমানুল্লাহ, কাজী ফারুক আহমেদ, ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান, অধ্যক্ষ একেএম জহিরুল ইসলাম, চৌধুরী খুরশিদ আলম, এএন রাশেদা আজিজুল হক শাহ, আবদুর রব, মনসুরুল রহমান ও আসাদুল হক। লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ গতকাল 'সংবাদ'কে জানান, সরকারের পক্ষ থেকে ধর্মঘটী শিক্ষকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনার জন্য এখনও ডাকা হয়নি। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক আলোচনার উদ্যোগ নেয়া না হলে কারো সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক কোন আলোচনা হতে পারে না। শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির ঢাকা মহানগরী শাখার নেতৃবৃন্দ গতকাল এক বিবৃতিতে আজ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল সফল করার জন্য শিক্ষক–কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ অপর এক বিবৃতিতে ঢাকায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল সফল করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনার বিবৃতি ঃ *আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও সংসদে বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সারাদেশে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের কারণে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ক্ষতিসাধিত হচ্ছে, অন্যদিকে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণও করেছিলেন। তিনি বলেন, বিএনপি সরকারের ছত্রছায়ায় অব্যাহত সন্ত্রাসের ফলে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত। তিনি অবিলম্বে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।*

৩২ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি ঃ *গতকাল ৩২ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে বেসরকারী শিক্ষক–কর্মচারীদের দাবি–দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, শিক্ষকরা সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্যে উপযুক্ত বেতন–ভাতার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন এটি আমাদের জাতীয় লজ্জা বলে ধরে নিতে হবে। এর অর্থ আমরা জাতীয়ভাবে শিক্ষকদের সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়েছি। তারা বিবৃতিতে আরো বলেন, বিপুলসংখ্যক শিক্ষক ধর্মঘটে থাকলে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ কি করে সম্ভব তা আমাদের বোধগম্য নয়। বিবৃতিতে শিক্ষাব্যবস্থা উন্নতির স্বার্থে শিক্ষা খাতে উপযুক্ত বিনিয়োগ বাড়িয়ে শিক্ষকদের দাবি–দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বিবৃতিতে সই করেন বেগম সুফিয়া কামাল, বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, কবি শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, অধ্যাপিকা সনজিদা খাতুন, অধ্যাপক কিউ, এ, আই, এম, নূরউদ্দিন, ডঃ. শাখাওয়াত আলী খান, অধ্যাপক কেএম সাদউদ্দিন, অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ ইনামুল হক, ডঃ আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সৈয়দ হাসান ইমাম হায়াৎ মামুদ, শফি আহমেদ প্রমুখ।*

সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির ৬২ জন সদস্য গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবি–দাওয়া নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। ঢাকা মহানগর ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে শিক্ষক সমাজের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসাইন খান ও মহাসচিব আলী আকবর খান এক বিবৃতিতে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। গত শুক্রবার বাংলাদেশ শিক্ষক ফোরামের এক সভায় শিক্ষকদের দাবি–দাওয়া পূরণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।